Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Qualified Prescriber
Length of the interview/discussion: 52 min. 12 sec.
ID: IDI_AMR208_SLM_PQ_PrivtDr_Ani_U_05 Dec 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	74	B.Sc (Vet Science & Animal Husbandary), M. Sc Parasitology)	Qualified prescriber	Qualified Practitioner (Veterinary Surgeon)	50 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করছি। যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষ ও বাসাবাড়িসমুহে পশুপাখি যখন অসুস্থ হয়, তারা কি করে এবং পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়। এই অসুস্থতার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা। ঔষধের দোকানের মালিক অথবা স্বাস্থ্যসেবা কর্মী বা প্রদানকারী যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা প্রদান করেন, তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই, তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তো আপনার থেকে যে সমস্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করবো সেটা শুধুমাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে। এবং আইসিডিডিআরবিতে সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে সংরক্ষন করা হবে। অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হবেনা। তো কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:আছি। ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা:থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা কি শুরু করবো?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:ধন্যবাদ। আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এটা বেশীরভাগই হচ্ছে যে ডাক্তার, হিউম্যান ডক্টরস বলেন বা ভেটেরিয়ান বলেন আরকি, ওদের জানার বাইরে বা ওদের প্রেসক্রিপশনের বাইরেও প্রচুর এন্টিবায়োটিক আপনার লোকজন ইউজ করতেছে। এটা মানুষের জন্য হোক বা এনিমেলের জন্য হোক। মানুষের জন্য হলে তারা হয়তো একটু চিন্তাভাবনা করে কিন্তু এনিমেলের জন্য তারা কোন চিন্তাভাবনাই করেনা। তাদের যেকোন রোগেই সাধারনত দেখা যায় যদি ঘরের মধ্যে যেকোন ঔষধ আছে, মনে করেন তাকে তার শরীরের টেম্পেরেচার বাড়ছে, জ্বর হয়ছে। সেক্ষেত্রে তাদের ঘরে মানুষের জন্য যদি প্যারাসিটেমল থাকে, সেটাও তারা খাওয়াবে। ইভেন যদি পেট ফাঁপে, পেটে যদি কোন অসুবিধা হয়, সেটাও খাওয়াবে। মানে ঔষধ একটা থাকলেই গরুকে তারা খাওয়াবে। এটা হলো মুল ইয়াটা আরকি। বেশরিভাগ ক্ষেত্রে এনিমেলের অসুখ হলে আরকি তারা ডাক্তারের কাছে আমার মনে হয়

ফাইভ পারসেন্ট লোকও আসেনা। প্রথম আরকি। এর মধ্যে আমাদের কাছে, আমার কাছে যত রোগী আসে, আমি দেখছি যে, তারা সেকেন্ড টাইম আসে। যখন ভালো হয়না, তখন আসে। কাজেই এবিউস যে, এন্টিবায়োটিক এর এটা মানে কঠিনভাবে হচ্ছে দেশে। আর এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী আমি মনে করি, এইযে ফার্মাসিউটিকেল ইন্ডাস্ট্রি বেশী দায়ী। কারন তাদের প্রমোশনটা এত ব্যাপক যে তারা এখন আর ডাক্তারের কাছে আসাটা প্রয়োজন মনে করেনা তারা প্রমোট করার জন্য। তারা আপনার পানের দোকানে, আপনার মুদির দোকানে যেকোন জায়গায়, যেমন গ্রামের বাজারে একটা দোকান আছে। তারা এখানে যেকোন একটা দোকানে তারা নিজেরা পৌঁছায় দিয়ে আসে ঔষধটা। কিন্তু এটা আগে ছিলনা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এই জিনিসটা কি লিগ্যাল কিনা যে একটা পানের দোকানে বা মুদির দোকানে যে এন্টিবায়োটিক এর মতো একটা মেডিসিন দেওয়া, এটা কিভাবে দিচ্ছে তারা?

উত্তরদাতা:এটাতো প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেওয়া তো ঠিকই না। তারপরেও দেখা যাচ্ছে আপনার বড় বড় ইভেন্ট, বড় বড় দোকানে আপনি গাজীপুরে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যেকোন দোকানে যান আরকি, আপনি সেখানে গেলে পরে আপনি যদি বলেন যে, আমাকে একটা এজিথ্রোমাইসিন দেন, একটা সেফটিএক্সন দেন, বা যেকোন একটা ঔষধ, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, যেকোন একটা জিনিস আপনি বলেন যে, এটা দেন আমাকে। আপনি পেয়ে যাবেন, যেকোন দোকান থেকে। এটা আমি যদি দোকানে থাকি, আমার এখানে ঔষধ বিক্রি হয়, আমি কোনদিন, আমি যদিও ডাক্তার আরকি, আমি যদি মনে না করি যে, এটা দরকার নেই, তাকে দিইনা। তারা অনেক সময় কাগজ নিয়ে আসে, একটা ইনজেকশনের একটা খাপ নিয়ে আসে। এসে বলে যে, এই ঔষধটা দেন। আমি আমার এত ঘৃনা লাগে আরকি, আমি তার দিকে তাকাইওনা। আমি বলি যে, নাই। থাকলে আমি বলি যে, নাই। আই হেট দেম। যে তুমি একটা এনিমেলকে খাওয়াবা, মানুষ মিসইউজ হয়, এবিউস করে মানুষ যতটা না এন্টিবায়োটিক আরকি। এনিমেলের এই এন্টিবায়োটিক ইউজের ফলে আমাদের যে কি সর্বনাশ হচ্ছে, আমি জানিনা আমাদের কোন ভেটেরিনারি আছে কিনা এই দেশে আরকি যে, তারা এটঅল সরকারি চাকরিতে আছে বা কোথায় আছে, আমি জানিনা। তারা এট অল এটা ফিল করে কিনা। যেমন একটা গরুর যে এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়, সে গাভীটা দুধ দিচ্ছে তখন। সে গাভীটার দুধ তো বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। আমাদের যে উন্নত জাতের গাভী, অনেক দুধ দেয় তারা বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ লিটার দুধ পায়। সে গরুটা যদি অসুস্থ হয়, যখন এন্টিবায়োটিক দিই, আমরা যদি মানা করিও আরকি সে কিন্তু দুধ বিক্রি থেকে বিরত থাকবেনা। তাহলে এইযে কম মাত্রায় মানুষজন মনে করেন এক লিটার দুধ খাবে কমপক্ষে চারজন। সে যদি দশ লিটার দুধ বিক্রি করে,চল্লিশ জন খাবে। তাহলে লো ডোজে এইযে এন্টিবায়োটিক আমরা এভাবে যে ছড়াচ্ছি আরকি। আমি ঐদিন সেমিনারে সিভিল সার্জন অফিসে গাজীপুরে এটেন্ড করছিলাম। তখন উনারা দেখলাম যে, খুব সংকিত মানুষএভাবে একটা দুইটা খায়, আমি ঐখানে জিজ্ঞেস করলাম যে, আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক ইউজটা কিভাবে, কতদিন করতে হয়। অনেকেই বললো তিনদিন, পাঁচদিন। তো আমি বললাম যে, এটটা তো আমি লিটারেচারে যতটুক জানি আরকি, জানি যে, এটা অন্তত ভালো হওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত এটা ইউজ করে যেতে হবে ঐভাবে আরকি। কিন্তু এটা আমাদের ডাক্তাররাও অনেকে জানেনা। আর এভাবে বিভিন্নভাবে আমরা এন্টিবায়োটিক এর বিশেষ করে এনিমেলের এই কথাটা বললাম, আমরা যেই সময় ঔষধের চিকিৎসা করি এন্টিবায়োটিক দিয়ে, তখন ঐ গরুটার দুধ বা ঐ মাংস, মুরগীকে তো আপনার অহরহ এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো হচ্ছে। এন্ডোফ্লক্সাসিন, অসিটেট্রাসাইক্লিন, আরো অনেক, জেন্টামাইসিন এগুলি মানে এটা তার খাদ্যের মতো খাওয়ানো হচ্ছে। প্রতিদিন তাকে খাওয়ানো হচ্ছে। এবং সে খাওয়ানোর অবস্থায় ডিম বিক্রি হচ্ছে। বয়লার বিক্রি হচ্ছে। এগুলি আমরা খাচ্ছি। এইটা যে কি সর্বনাশ এই দেশে আরকি এটা ভাষায় প্রকাশ করা মতো না।

প্রশ্নর্কতা:আসলেই চিন্তার বিষয়। অনেক সুন্দর মতামত জানতে পারলাম। আচ্ছা, কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনারা সচরাচর বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন, লিখে থাকেন?

উত্তরদাতা:আমরা সাধারনত যেমন এইযে বললাম যদি কঠিন যেমন মেস্টাইটিস এমন একটা রোগ, এটা আপনার ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা হয়। এটা ভাইরাস দ্বারা হয়। এটা ফাংগাস দ্বারা হয়। এটা আপনার রিকেসিয়া দ্বারা হয়। নানা রকম জীবানু দ্বারা হয়। কিন্তু আমাদের যেমন ফাংগাস দিয়ে ব্যাক্টে, মেস্টাইটিস যে ওলান ফুলা রোগ হয়, এটা ফাংগাস কিন্তু ঔষধ, এনিমেলের কোন ঔষধ নেই। এটা হিউম্যানের ঔষধ আমরা সাধারনত ইউজ করিনা। তবে আমরা যখন মেস্টাইটিস হয়, এইযে বিভিন্ন টাইপের অর্গানিজম ইনভলভ

থাকে। গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ সকল প্রকার রোগ জীবানু কিন্তু আমরা তো এটা সেনসিটিভিটি টেষ্ট করে আমরা দিইনা। কারন দেওয়ার সময় নেই। যতক্ষন আমরা, একটা সেনসিটিভিটি করতে কতক্ষন, কতদিন লাগে?

প্রশ্নর্কতা:বেশ কয়েকদিন লাগে।

উত্তরদাতা:বেশ কয়েকদিন লাগে। এতদিন অপেক্ষা করলে তো তার ওলান পেকে যাবে, পচেঁ যাবে। এরকম। আমরা সাথে সাথে করতেই হয় এটা বাধ্য হয়ে করতে হয়। কিন্তু মিনিমাম তিনদিন দেওয়া দরকার আরকি। মিনিমাম। যদি ভালো হয়ে যায়, তারপরও আরো দুইদিন এটা আমরা ইয়ে করি। যদি সে আসে, সাজেশন নিতে আসে, মিনিমাম পাঁচদিন, সাতদিন, নয়দিন করলে সবচেয়ে ভালো হয়। ঐ অবস্থায় এন্টিবায়োটিক এর সময় যে আমরা দুধগুলি বিক্রি করে, এটা আমরা যতই মানা করি, তারা আসলে এটা শোনে, আমার বিশ্বাস হয়না। এই দেশের মানুষ এই কথাগুলি শোনে।

প্রশ্নর্কতা:এমনে যে

উত্তরদাতা:তবে ইউজালি মেস্টাইটিসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধরেন এখন ঐযে মাবোফ্লক্সাসিল, সেফটিএক্সন এই ধরনের ঔষধ দিতে হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:দিতে হচ্ছে।

উত্তরদাতা: যেটা আগে নাকি আপনার পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, আগে হতো আরকি। সেটা এখন খুব কম। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এই সমস্ত ঔষধ আগে ইউজ করতাম আমরা।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কোন জেনেরেশনের তাহলে? জেনেরেশন যদি আমরা চিন্তা করি। ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড, থার্ড

উত্তরদাতা:সেফটিএক্সন থার্ড কি ফোর্থ জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি দিনদিন কি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনেরেশনটা?

উত্তরদাতা:অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা এখন তো মেস্টাইটিস ধরেন পেনিসিলিন দিয়ে অনেক গ্রাম পজেটিভ, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া আছে যে পেনিসিলিন বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন কাজ তো করার, পেনিসিলিন তো এটা তো গ্রাম পজেটিভটা কাজ করে। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ব্রড স্পেক্টা এন্টিবায়োটিক। এটা কাজ করার কথা। কিন্তু করেনা আপনার। তারপর জেন্টামাইসিন ব্রড স্পেক্টা, এটাতো দেখা যায় অনেক সময় কাজ করেনা। খুব রিসেন্টলি আপনার একটা ঔষধ আছে মাবোফ্লক্সাসিল, এটা ইয়ের থেকে ইমপোর্ট করে নিয়ে আসে তারা, কোরিয়া থেকে। এখন এটা ইউজ করি। অনেকদিন আমি বহু মেস্টাইটিসের চিকিৎসা করছি। সেটা আপনার সেফটিএক্সন দিয়ে। চিকিৎসা করছি। হানড্রেড পারসেন্ট যদি প্রিলিমিনারিতে আসে। তাড়াতাড়ি আসতে হবে। তো এটা কোন চিকিৎসা না। মেস্টাইটিসের জীবানু ওলানের মধ্যে যেন না আসে আরকি। এটার সার্কুলেশন এতটা কম যে, এই জায়গায় পৌঁছানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এটা আপনার কিউরেবল ডিজিজ না। উন্নত দেশগুলোতে যদি আপনার এটা হয়, আমেরিকা, বৃটেন বা ফ্রান্স বলেন আপনার জার্মানীতে বলেন, জাপান, তারা কিন্তু ঐটা করেনা। তারা টোটালি ডেস্ট্রয় করে দেয় গরুটাকে। ট্রিটমেন্ট করেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কিউরেবল

উত্তরদাতা:কিউরেবল ডিজিজ না। মেস্টাইটিস নট কিউরেবল। কিন্তু আমরা তো ঐটা চিকিৎসা কইরা সর্বনাশ করতেছি। আইদার এটাকে ব্যান করা উচিত মানে গভমেন্টেকে বলা উচিত যে, মেস্টাইটিস হলে পরে কোন চিকিৎসা করতে পারবেনা। এটা বলা উচিত এখন এই মুর্হুত থেকে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি যখন প্রেসক্রিপশন একটা খঅমারি বা যে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, যখন প্রেসক্রিপশন লিখতেছেন, তখন লিখতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ বা কোন উদ্বেগ ফেস করেন কোন সময়? মানে নিজে ফিল করেন যে কোন চ্যালেঞ্জ বা এই যে, আমি আসলে কোন এন্টিবায়োটিকটা দিবো, এটা নিয়ে কোন দ্বিধা দ্বন্ধ , এটা দিবো কিনা, এটা ঠিক হচ্ছে কিনা

উত্তরদাতা:অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করেই দিই আরকি। আমি যেমন ব্যাক্তিগতভাবে দিই আরকি। কারন একটা রোগী আসলে আমার কাছে তারা খুব অসন্তুষ্ট হয়। অনেকেই বলে এরকমও বলে আরকি। তাহলে আমি তো আর ডাক্তার না। এত কথা জিগায়তেছেন কেন। তো আপনি বুইঝা নেন আরকি। এরকম বলে। একটু ইয়ে হয়ে যায় আরকি। বলতেও তারা, এনিমেলের অসুখ মানে আসছি, যেকোন একটা ঔষধ দিয়ে দেন আরকি। এরকম একটা ভাব আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে মুল্যায়নটা ঐভাবে

উত্তরদাতা:একেবারেই না। একেবারেই না। গুটিকয়েক যারা আমার কাছে আসে। নিয়মিত আসে আরকি। তারা শুধু ধৈর্য্য সহকারে। হয়তো তিনদিনের ঔষধ দিলাম। একদিনের দিল, দেখা গেল যে, গরুটা খুব একটা ইমপ্রুভ করতেছেনা, বন্ধ করে দিল। স্টপ করে দিল। আমাকে আর ইনফরমও করলোনা। এটা যে কত পারসেন্ট আপনার, ওয়ান পারসেন্টও না, লোকজন যারা ঐ ইয়েটা করে আরকি। কোঅপারেটিভ লোক ওয়ান পারসেন্টও না। আর ফিডব্যাক নাই বললেই চলে। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি এন্টিবায়োটিক ইয়া মানে কত মাত্রায় বা ডোজ, কতদিন খেতে হবে এর সাইড এফেক্ট বা রেজিস্ট্যান্স এই বিষয়গুলো নিয়ে কি বলেন? যখন এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন? খামারি কে মানে এই বিষয়গুলো একটু

উত্তরদাতা:খামারিকে তো তাদেরকে বললেও তো তারা ততটা তারা বুঝেনা। নিজে বুঝেই আমার দিতে হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:না। তারপরও ভার্বালি, মৌখিকভাবে কি কিছু বলে দেন?

উত্তরদাতা:অবশ্যই বলি। বলিনা কেন

প্রশ্নর্কতা:কি বলেন যদি একটু

উত্তরদাতা:মিনিমাম আপনি তিনদিন দিবেন এটা। একদিন দিয়ে ভালো হয়ে গেলেও বন্ধ করবেননা। এটা খুব কঠিনভাবে আমি বলি আরকি। যে মিনিমাম পাঁচদিন এটা দিতে হবে এন্টিবায়োটিক যদি দিয়ে থাকি। যদি না দেন, আমার কাছে আইসেন, অন্যত্র চিকিৎসা ---১০:৫১

প্রশ্নর্কতা:আর এটার সাইড এফেক্ট নিয়ে বা রেজিস্ট্যান্স এই বিষয়টা নিয়ে কি আলোচনা করেন?

উত্তরদাতা:না। এটা করিনা। তাদেরকে এই সম্বন্ধে কিছুই বলি টলি না।

প্রশ্নর্কতা:এমনে অন্য কোন এডভাইজ বা এই বিষয়ে কোন এডভাইজ যে

উত্তরদাতা:যেমন এইযে ইউজ করার সময় এই যে দুধ, মাংস এগুলো বিক্রি না করে এসমস্ত তাদেরকে বলি। ইউজলেস

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা যেহেতু একটা প্রফিটেবল এবং অনেক সংসার কিন্তু চলে এটার উপর বেস করে। এবং মানুষগুলো অনেক নিডিও। সেক্ষেত্রে তাদেরকে জিনিসটা ঠিকমতো অনুধাবনও করতে পারেনা। ঠিকমতো বুঝতেও পারেনা। এটাই আসলে আমাদের লিমিটেশন।

উত্তরদাতা:আমাদের এটা হয়ছে আরকি আমরা নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্থ আরকি। নিজেদের আরকি, অর্থের কাছে, ইয়ের কাছে আরকি এই সমস্ত মানবিকতা চাপা পড়ে আছে। সকল ক্ষেত্রে আরকি। এই ক্ষেত্রেও তাই। আমরা গরুটা ভালো হোক, অন্যরা দুনিয়ার সমস্ত

ইয়া হয়ে যাক, আমি চিকিৎসা করতেছি। আমার টাকাটা আমি পাই। এটা আমার ইয়া। সে ভালো হইলো, যতটুকু ইনটেনশনটা হলো এই যে, আমি ভালো না হলে তো আমার ---- ।১২:০০ সেই ইনটেনশনে করি। তার ভালো হলে যে গরুটার জন্য চিন্তা করে যে এনিমেলটা সুস্থ হচ্ছে। আমার জন্য সে ইয়ে করবে বা আল্লাহ আমাকে ইয়ে দিবে। এই

প্রশ্নর্কতা: সওয়াব দিবে। আচ্ছা। আপনি সচরাচর কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন এবং কোনটা কোন প্রজন্মের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এটা আমরা একটু পরবর্তীতে আলোচনা করবো। এবং আচ্ছা কোন নির্দিষ্ট রোগীকে মানে খামারিকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবেনা এইযে ডিসিশান নেওয়ার বিষয়, এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন যে আমি তাকে এন্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করবো কিনা। খামারিকে নাকি এমনে নরমাল মেডিসিন দিবো। এইযে একটা ডিসিশান নেওয়া নিজে নিজে।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক,এটা যদি ইনফেকশন হয়, ব্যাক্টেরিয়া ইনফেকশন হয় আরকি, তাকে সেভাবে দেখতে হবে। যেমন তার টেম্পেরেচার রাইজ করবে , সে খাওয়া দাওয়া করবেনা। এগুলা আমরা কতগুলো ডিজিজ আছে। দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, এগুলো এন্টিবায়োটিক দেওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দিই। তার কথার উপরে খুব একটা দিইনা। প্রয়োজন হলে দেখি আমরা

প্রশ্নর্কতা:ফিজিক্যালি

উত্তরদাতা:কতগুলো জিনিস আমরা বুঝতে পারি। যেমন মেস্টাইটিস যেমন ওলানে যখন এটা হয়, তাহলে এটা যে ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজ, ভাইরাল ডিজিজ

প্রশ্নর্কতা:ফাংগাল।

উত্তরদাতা:অনুমান করতে পারি। সেজন্য আমরা একেবারে লেটেস্ট যে, এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:ঐটা দেন। আচ্ছা। তো আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক এর যে দাম বা বাজারমুল্য, এটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই নয়।

প্রশ্নর্কতা:কেন? কেন না?

উত্তরদাতা:অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ এই এন্টিবায়োটিক আরকি। অনেক ঔষধ অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ। এটা জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসলে আমি মনে করিনা যে এটা আছে। এটা একমাত্র ঔষধ কোম্পানিগুলো তাদের মানে একমাত্র তাদের বেনিফিটের জন্য তারা এটা করতেছে। মানুষের কথা চিন্তা করে এটার দাম নির্ধারন করেনা। আর বহু অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বাজারে আছে আরকি। আননেসেসারি মানুষকে ইয়া করতেছে আরকি তারা ঔষধ দিয়ে

প্রশ্নর্কতা:মানে একজন খামারি যে পরিমান টাকা একটা এন্টিবায়োটিক এর পিছনে সে ইউজ করতেছে, সে পরিমান বেনিফিট বা লাভ কি সে পায়?

উত্তরদাতা:কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো পায় অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:কিছু ক্ষেত্রে পায়।

উত্তরদাতা:লাইফ সেভিং ড্রাগও কিছু আছে আপনার। এটা তো ইউজ না করলে

প্রশ্নর্কতা সেক্ষেত্রে পাচ্ছে।

উত্তরদাতা: সেক্ষেত্রে পাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:আর রেষ্ট অফ দেম, বাকী যেগুলা বলতেছেন,

উত্তরদাতা:বললাম তো এবিউজই হচ্ছে বেশী। অপ্রয়োজনে, দরকার নেই। সেক্ষেত্রে আপনার ঐযে ঐভাবে, আমরা, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে ঐরকম প্রয়োজন না হলে লিখিনা

প্রশ্নর্কতা:তো মানে যদি একটু বলেন যে আপনি প্রেসক্রিপশনে মানে যখন দেন, সেক্ষেত্রে আপনি সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে আপনি প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা:সবসময় না এটা। এন্টিবায়োটিক যখন দরকার সেখানে দিই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে সিচুয়েশন বুঝে

উত্তরদাতা:আমরা তো ডাক্তাররা বেঁচে আছি ব্যাক্টেরিয়ার উপর । ব্যাক্টেরিয়া আমাদের খুব ফ্রেন্ড আরকি। ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজ না থাকলে আমাদের পেটের ভাত হয়তোনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে ব্যাক্টেরিয়া আছে দেখেই

উত্তরদাতা:ব্যাক্টেরিয়া আমাদের খুব মানে ইয়া আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অন্য ঔষধের সাথে জেনেরাল মেডিসিনের সাথে যেমন আমরা যে ফার্স্টভেট বা লাইক দিজ, এমনে নরমাল মেডিসিনের সাথে আমরা যদি কম্পেয়ার করি যে এন্টিবায়োটিক এর। দুইটার ডিফারেন্স যদি একটু বলেন। কিছু ডিফারেন্স। যে কি ধরনের ডিফারেন্স। একটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক আর একটা সাধারন ঔষধ। এই দুইটার মধ্যে তুলনা যদি আমরা করি। কম্পারিজন। তাহলে মানে কি ধরনের তুলনা করা যায়? কি কি বলা যায়?

উত্তরদাতা:মেডিসিনতো ধরেন অনেক ইয়া। এটাতো এন্টিবায়োটিক এক ধরনের। আর কতগুলি আছে

প্রশ্নর্কতা:নরমাল ঔষধ যেগুলা, ঠান্ডা কাশির জন্য বা জ্বরের জন্য যেগুলা, এই ধরনের নরমাল মেডিসিন আর একটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক। এই দুইটার যদি আমরা ডিফারেন্স বলি যে দুইটার পার্থক্য কি। তাহলে কি বলা যায়। দুইটার ডিফারেন্স কি আসলে।

উত্তরদাতা:এটা তো আমি বলতে পারবোনা। কিরকম ডিফারেন্স

প্রশ্নর্কতা:মানে যদি আমরা চিন্তা করি মুড অফ একশণ বলি বা এটার প্রাইসের দিক দিয়ে বলি। এন্টিবায়োটিক কখন ইউজ হচ্ছে বা সাধারন ঔষধ কখন ইউজ হচ্ছে এই কিষয়গুলো একটু মাথায় রেখে যদি একটু বলেন যে, কি ধরনের ডিফারেন্স বললে দুইটার পার্থক্যটা কি আসলে।

উত্তরদাতা:আমি ঠিক বুঝতে পারলামনা আপনার প্রশ্নটা।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে যে, অন্যান্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর পার্থক্যটা কি?

উত্তরদাতা:অন্যান্য ঔষধ আছে যেমন ভিটামিন মিনারেলস আছে। এগুলা তো

প্রশ্নর্কতা:এমনে না। নরমাল মেডিসিনগুলা

উত্তরদাতা:নরমাল অন্যান্য যে ইয়ের উপরে আপনার মনে করেন যে ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন ছাড়া অন্য অনেক রকম ডিজিজ আছে। রেসপিরেটরি। সে অনেক সময় যেমন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অনেক ডিজিজ আছে এরকম। সেক্ষেত্রে অনেক সময় এন্টিবায়োটিক লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো লাগেনা। সেক্ষেত্রে ঐ ধরনের ঔষধ দিই। ওর সাথে এন্টিবায়োটিক এর সাথে কোন ইয়ে নেই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এন্টিবায়োটিক ইউজ হচ্ছে কখন তাহলে? এন্টিবায়োটিকটা

উত্তরদাতা:শুধুমাত্র ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি আরকি

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিকটা।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিকটা।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে অন্য নরমাল ডিজিজ গুলোর ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যান্যরকম

প্রশ্নর্কতা:সাধারন মেডিসিন যেগুলা।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খুব একটা প্রয়োজন ঐসব ক্ষেত্রে আর হয়না। মনে করেন একটা গরু ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি। তাকে এন্টিবায়োটিক দিবো কেন। তাকে তো দেওয়ার দরকার নেই।

প্রশ্নর্কতা:না। সেটাই।

উত্তরদাতা:ভিটামিন। এটাও তো একটা ঔষধ। ভিটামিনটা। এটাও আমরা দিই তখন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চায়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:খামারিরা আসে?

উত্তরদাতা:বহু খামারি

প্রশ্নর্কতা:কি বলে উনারা এসে?

উত্তরদাতা:বহু খামারিরা মনে করেন যে এই গাজীপুর বাজারে সবচেয়ে বেশী ঔষধ বিক্রি হয়। যেখানে কোন ডাক্তার বসেনা। সেখান থেকে খামারিরা একটা বাক্স ইয়েতে নিয়ে যায়। মনে করেন আসলো, এসে নিয়ে গেল। যা তার দারকার আছে, সেটা সে নিয়ে যায়। নিয়ে তার বাসায় রাখে। যখন মনে করলো, এই গরুটার একটা ইয়ে হলো, দিয়ে দিল একটা এন্টিবায়োটিক। একদিনের জন্য

প্রশ্নর্কতা:মানে খামারি যিনি নিজেই দিয়ে দিচ্ছে?

উত্তরদাতা:দিয়ে দিল। এভাবে বহু বড় বড় খামারিরা আছে। এটা নিজেরা করতেছে। কোন অসুবিধা হয়না তাদের।

প্রশ্নর্কতা সেক্ষেত্রে মানে উনি কি জিনিসটা বুঝে দিচ্ছে জিনিসটা?

উত্তরদাতা: তার হয়তো খামারে সে লাভজনক। সেজন্য সে করতেছে। অন্য কি ক্ষতি, এটাতো সে ----১৭:৫২

প্রশ্নকর্তা:যখন আপনার কাছে কেউ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এন্টিবায়োটিক চায় যে আপনি আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন, ডাক্তার সাহেব। তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:প্রশ্নই আসেনা। আমি ঐটা বলিনা। কারন আমি ডাক্তার তো। বললে মনে করে যে, উনি চিকিৎসা করতে চায়। টাকা কামাতে চায়। তো ঠিক আছে, তুমি অন্য খান থেকে নিয়ে যাও।

প্রশ্নকর্তা:তখন বলেন যে, আরেক জায়গা থেকে নিয়ে যাও। আচ্ছা। ঝুঁকি সর্ম্পকিত বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, আমরা তো এই কথাটা প্রায় সময় বলে থাকি। যদি একটু খুলে বলেন আসলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে মানে কি বুঝাচ্ছি, এই টার্মটা দিয়ে আসলে কি বুঝাচ্ছি।

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স বলতে এটাতো এন্টিবায়োটিকটা তো ---১৮:২৮ , এটা জীবানুটা মারতে হবে সর্ম্পূন ধ্বংস করে দিতে হবে তার শরীরে। কিন্তু এটা যদি না মরে, এটা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তো এটা তার শরীরে থাকে। এটা আরো বেশী শক্তিশালী হয়। ঐ পরিমান ডোজে, ঐ ঔষধে তখন কাজ করেনা। এটাই তো রেজিস্ট্যান্স। মানে রেজিষ্ট করতে পারে তাদের সেই ক্ষমতা আরকি। এটা আস্তে আস্তে এরকম হয়। এটা একদিন খায় তারপর মারা যায়না। সে আরো শক্তিশালী হয়, আবার দ্বিতীয়দিন দিয়ে আবার তিনদিন পরে দিল। মানুষ বুঝেনা আসলে। বললাম না, এই ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজে তাকে বলা হলো যে, তিনদিনের ঔষধ শেষ করার পরে তুমি আবার যোগাযোগ করবা। যাতে বাদ না পড়ে। কারন খুব কস্টলি। এনিমেল ইয়ে ট্রিটমেন্ট খুব কস্টলি। সেজন্য তিনদিন সে দেওয়ার পরে যখন সে দেখলো যে, একটু রয়ছে, তখন সে ভাবে যে, এটা ভালো হয়ে যাবে। সে আর এটা করলোনা। আবার দুইদিন পরে আসে। তাহলে এইযে গ্যাপটা, এই গ্যাপেও তো অনেক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। তখন আবার তাকে আরেকটা ডোজ দিতে হয়। সে আরো বেশী খরচের নীচে পড়ে। এগুলা বুঝানো মানুষকে, পাবলিককে বোঝানো খুব কঠিন। যেই দেশে আপনার ম্যাজিকে পছন্দ করে মানুষ, লজিক বোঝেনা আরকি। যে গরুর ওলান ফুলছে। হুজুরে পানি দিছে, তারটা কমে গেছে। তো আরেকজনে শুনছে যে, এটা কমে গেছে। তো কমে কেন, এটা ফিজিওলিক্যাল মেস্টাইটিস। এটা ব্যাক্টেরিয়া ইনফেকশনের কারনে হয়। কারন সে পানি পড়া দেয়। দুইদিন থাকলো। তো আরো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপওে দেখা যায় ভালোই হয়না।

প্রশ্নকর্তা:এইতো একটু আগে আমি জহির সাহেবের ঐখানে ইয়েলো লাইফস্টকের ঐখানে গেলাম। তো ঐখানে একজন মহিলা আসছে। উনার ছাগলের কুকুরে কামড় দিছে। এবং ছাগলটা চড়কির মতো ঘুরতেছে। উনি জিজ্ঞেস করলেন যে, কুকুর কামড় দেওয়া পর আপনি কি করলেন? তখন সে বললো যে, আমি গুড় পড়া খাওয়াইছি। তো উনি বললো যে, গুড় পড়ায় কি ভালো হয়? বললো যে, হ্যা, আমাদের গ্রামে তো হয়। তো এখানে কি করার আছে আসলে?

উত্তরদাতা:এটা কুকুর তো ঘুরে। আমি, এটা বুঝতে হবে আরকি। এই আলাপের মধ্যে আসেনা।

প্রশ্নকর্তা:যেটা আলোচনা করতেছিলাম যেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, কি কারনে অঅসলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা:ঐযে মাত্রাটা যদি সঠিক না হয়, এবং যতদিন মানে রোগ ভালো হওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত এটা ইউজ করতে হবে। ঐ ডোজই ইউজ করতে হবে। এই সমস্ত না করার কারনেই এই রেজিস্ট্যান্সটা হয় আরকি।

প্রশ্নকর্তা রেজিস্ট্যান্স হয়। তাহলে এটা বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? এটা যাতে, এন্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্ট না হয় এটা?

উত্তরদাতা:এটা বন্ধ করার জন্য মানুষকে বলা, সচেতন করা, অনুরোধ করা, ডাক্তারদেরকে বলা। আর ঔষধ কোম্পানিকে বলা যে, তোমরা এই ঔষধগুলা অন্তত প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছায়য়া দিওনা যাতে মানুষ এই সুযোগটা পায় আরকি। আর অহরহ এইযে মুরগির ফার্মগুলোতে খাওয়ানো হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে আরকি। বহু অসুখ আছে আপনার, এগুলা স্পোরাডিক ডিজিজ, যেমন মুরগির হয় আপনার একটা ফাউল কলেরা।

প্রশ্নর্কতা:ফাউল কলেরা।

উত্তরদাতা:ফাউল কলেরা স্পোরাডিক ডিজিজ।স্পোরাডিক ডিজিজ অর্থ হলো যে, একদিন সে হঠাৎ করে মারা যাবে। কিছু। তারপর আর মরবেনা আর। কিন্তু ডাক্তারে সেটা বোঝে। মানে জেনেশুনেও তারা করে কি, আপনার ঐ ঔষধ কোম্পানির সাথে তাদের একটা ইয়ে থাকে। একটা সিন্ডিকেট থাকে। এবং তারা জানাশুনার পরেও মনে করেন তার খামারে বিশ হাজার মুরগি আছে। তখন তারা লিখে দেয়, রেনামাইসিন দাও, এটা ইনজেকশন। টেন সিসি পানিতে এক সিসি মিশায়ে তারপর এক সিসি করে দিয়ে দেয়। অপ্রয়োজন।

প্রশ্নর্কতা:মানে যেগুলা সুস্থ আছে, ঐগুলার তো দরকার নেই।

উত্তরদাতা:ঐগুলারই। সবগুলারেই দিবে তখন আরকি। কেন সুস্থ, অসুস্থ মানে এটা তো কোন প্রিভেন্টিভ মেডিসিন না।

প্রশ্নর্কতা:মেডিসিন না।

উত্তরদাতা:এটা তো কোন ভ্যাক্সিন না। তখন

প্রশ্নর্কতা: যে এফেক্টেড শুধু তো তাকেই দিবে।

উত্তরদাতা:লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার আপনার ঔষধ বিক্রি হচ্ছে এরকম। এই শুধুমাত্র এই একটা ইয়ের মধ্যে, আন্ডার সিন্ডিকেটের মধ্যে। এজন্য বললাম এটা কন্ট্রোল করা তো খুব টাফ জিনিস আসলে। অর্থের কাছে মানুষ বিক্রি হয়ে গেছে। মনুষ্যত্ববোধ একেবারেই নেই আপনার। আমার দোকানে একদিন আসছে। এসে তার এক আপনার অন্তত দুইশো হবে। তার রেনামাইসিন এলএ। তো বলতেছে, রেনামাইসিন কতগুলা আছে। আমি বলতেছি, চল্লিশ পঞ্চাশটা আছে। তো বলছি, ঠিক আছে, দেন। তো বলতেছি, তোমার কাছে তো অনেকগুলি আছে। সে বলে, কি করবা এগুলি তুমি। কয়, এগুলা মুরগিরে দিবো। না, তোমার কাছে আমি আর মুরগির ঔষধ বেচিনা। আমি গরুর জন্য রাখি, দিবোনা ঔষধ। আমি দিই নাই। এটা আমার একটা মানে ইয়ে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:নিজের একটা ইথিকস বা

উত্তরদাতা:ইথিকসও না। আমার একটা ইগো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:ইগো।

উত্তরদাতা:আমার দেখলে খারাপ লাগে। যন্ত্রনা লাগে। যে কেন দিবা তুমি। আমি তো ডাক্তার। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি এটা। যে তুমি যদি রেনামাইসিন এখন নাও দাও, তারপরও তোমার মুরগি একটাও মরবেনা। শিওর। কারন ইটস এস্পোরাডিক ডিজিজ। সেম ঐযে গরুর অ্যানথ্রাক্স হয়, গরুর স্পোরাডিক ডিজিজ। আমার লাইফে আমি চল্লিশটা অ্যানথ্রাক্স গরুর চিকিৎসা করি নাই। দেখি নাই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন আমরা নীতিমালা সর্ম্পকিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলি। মানে সাধারন ঔষধ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা অফিস সর্ম্পকে আপনি জানেন? যে এন্টিবায়োটিক মেডিসিনটা একটু তদারকি করে কোথায় কোথায়

উত্তরদাতা:এটা ঐ ইয়া আছে আপনার প্রত্যেক জেলায় বোধ হয় আছে একজন এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর, ড্রাগ এডমিনিষ্ট্রেশন, একজন সুপারিন্টেড

প্রশ্নর্কতা:ড্রাগ সুপার

উত্তরদাতা:ড্রাগ সুপার আছে। এরা বোধ হয় এটাএখানে ইয়ের সাথে আপনার জেলা প্রশাসকের সাথে তারাও মাঝে মাঝে--২৩:৪৪

প্রশ্নর্কতা:কোড আছে। আসে উনারা মাঝেমাঝে আসে?

উত্তরদাতা:আসে। আমি তো বেশ কয়েকবার আসছে। আমার দোকানেও আসছে তারা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারী নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন? যে কোন নীতিমালা আছে কিনা এই বিষয়ক?

উত্তরদাতা:আমার এটা জানা নেই। ইদানিং একটা সেমিনারে এই ইয়েতে আপনার গাজীপুর সিভিল সাজর্নের অফিসে ঐ ড্রাগ এডমিনিষ্ট্রেশনের পক্ষ থেকে একটা সেমিনার করা হয়েছিল। ঐখানে আমাকে

প্রশ্নর্কতা:ইনভাইট করছে।

উত্তরদাতা:ইনভাইট করছে। আমি গেছি। ঐ জানি আরকি। এন্টিবায়োটিক সপ্তাহ নাকি একটা আছে। এবিউস অফ এন্টিবায়োটিক সপ্তাহ বা কন্ট্রোল সপ্তাহ একটা কিছু সাতদিন। ঐ আমি ঐদিন প্রথম জানতে পারলাম। এবং আমাদের দেশের এইযে ড্রাগ এডমিনিষ্ট্রেশন, আমরা জানি তারা শুধু মানে প্রশাসনিক দায়িত্ব তাদের খবরদারি এটা সকলের উপর একটা শাসন আছে তাদের। কিন্তু এই ধরনের যে

প্রশ্নর্কতা:নীতিমালা

উত্তরদাতা:নীতিমালা বা উপকারমুলক কাজকর্ম আছে, এই প্রথম আমি জানলাম গাজীপুরে। আমি কোন সময় দেখি নাই। আমি গাজীপুরে জেলা প্রশাসক কর্মকর্তা ছিলাম নাইন্টি থ্রি থেকে নাইন্টি সেভেন পর্যন্ত। আমি কোনদিন এই ধরনের দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা:অনেক সময় ছিলেন। ২৫:০০

উত্তরদাতা:আমি খুব ফিল করি এগুলি। কারন অনেক ----- ডিজিজ আছে আরকি যেগুলি অহরহ আপনার হিউম্যানে যাচ্ছে এনিমেল থেকে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: স্প্রেড হচ্ছে আস্তে আস্তে।

উত্তরদাতা:স্প্রেড হচ্ছে। এবং এইযে রেজিস্ট্যান্ট গ্রো করতেছে মানুষজন। একদিন হয়তো আসবে যে ঐ যখন পেনিসিলিন আবিষ্কার হয় নাই। আমাদের দেশে টাইফয়েডে বহু লোক আপনার মারা গেছে বা বিকলাঙ্গ হয়ছে। হয়তো সময় আসতেছে ভবিষ্যতে এরকম আরেকটা হবে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য কোন নীতিমালা বা নৈতিক আচরনবিধির প্রয়েঅজন আছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই আছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:কঠিনভাবে আছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:এইযে বললাম যে এন্টিবায়োটিক যদি এভাবে এবিউস হয়, মিসইউজ হয় এভাবে তাহলে পরে এক সময় আসবে, এইযে মারাত্মক কিছু রোগ আছে আরকি যেগুলি আপনার ভালো করা খুব কঠিন হবে। তখন কি করবো আমরা। এই যে নিউমোনিয়া হয়, ব্যাক্টেরিয়া নিউমোনিয়া হয়, এইযে টাইফয়েড হচ্ছে। এই সমস্ত রোগগুলি আমরা তখন কি দিয়ে তখন ইয়ে করবো আমরা।

প্রশ্নর্কতা:মেডিসিন তো ফিক্সড। যা আছে তা নতুন মেডিসিন আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় যে, কিছু সেবাদানকারী আছেন যারা অযৌক্তিভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন? হয়তো এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন নেই, সে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে। কিছু মেডিসিনের শপ বা এই ধরনের দোকানে? এটা কি হয়?

উত্তরদাতা:যখন মানুষ, এটা তো ইয়ের মতো হয়ে গেছে আমাদের দেশে আরকি। যেমন অন্যান্য দোকান

প্রশ্নর্কতা:গ্রোসারি।

উত্তরদাতা:গ্রোসারি দোকান। আমি চাইলাম, এটা দেন। ঐরকম। একটা প্যাকেট নিয়ে আসলো। যে একটা ঔষধটা দেন। দিয়া দেয়। কয়টা দরকার। তিনটা দরকার। তার হয়তো দরকার বারোটা। তিনটা দিয়ে দিল। আর বহু ঔষধ আছে আপনার ডাক্তার সাহেবরাও এখন এগুলি অনেক সময় অনেক কারনেই আরকি। আপনার ঔষধ সে আর কিছু পাচ্ছে কিনা সাথে। ঔষধের ড্রাগ ইয়া হয়না আপনার, কি বলে এটাকে। একটা আমি একটা জিনিস খাচ্ছি ঔষধ। ঐ সময় যদি এন্টিবায়োটিক খাই, তাহলে একটা ইন্টারেকশন হয় একটা ড্রাগের। কন্ট্রাএন্ডিকেশন একটা ইয়া আছে। এটা হয়।

প্রশ্নর্কতা:এডিয়ারেন্স?

উত্তরদাতা:এডভার্স কোন রিএকশন হতে পারে। কতগুলি ড্রাগ, কোনটার সাথে কোনটা দেওয়া যাবে যেমন সে ভিটামিনও খাচ্ছে। এই সময় তার দরকার আবার এন্টিবায়োটিকও খাচ্ছে। এরকম অসুবিধা অনেক রকমের আছে যে, এভাবে একজন ডাক্তার ছাড়া অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া আসলে এন্টিবায়োটিক দেওয়াটা, অভিজ্ঞ ডাক্তাররা দিলেও অনেক সময় এরকম হয়। রিএকশন

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি মনে হয় রোগীর লাভের চেয়ে মানে সরবরাহকারী, যিনি ঔষধটা মেডিসিনটা সেল করছেন বা দিচ্ছেন। তার আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে?

উত্তরদাতা:আমরা যা কিছু করি নিজের লাভের জন্য করি। কারো চিন্তা করিনা। এই মানবিক মুল্যবোধ আমাদের এক সময় ছিল। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে। এখন আর আস্তে আস্তে এটা কমে যাচ্ছে। এটা ব্যক্তিগতভাবেও। কোন খামারির বাড়িতে গেলে আমার গ্রামের বাড়ি যদি আমি যাইতাম, ফ্রি চিকিৎসা করতাম। এখন আমি করিনা এটা। কারন আমি ঐ ফি টা আপনার পাইনা তাদের কাছ থেকে। রেসিপ্রোকাল যে একটা ইয়া ঐটা পাইনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন? কনজিউমার রাইটস

উত্তরদাতা:শুনি আরকি। কনজিউমার রাইটস আইন আছে।

প্রশ্নর্কতা:যদি একটু খুলে বলেন যে

উত্তরদাতা:আমি অতোটা জানিনা। যে কনজিউমার রাইটস আছে। কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, দাম বেশী রাখা হয় তার কাছ থেকে, অপ্রয়োজনীয় কিছু দেওয়া হয়, তাহলে সে মামলা করতে পারে আমার বিরুদ্ধে। এরকম একটা আইন নাকি আছে, শুনি আরকি। কিন্তু এটা কোথাও দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা:এমনে আমি দেখছি যে, ভেঅক্তার অধিকার সপ্তাহ পালন হয় ইয়েতে

উত্তরদাতা:অনেক কিছু হয়। এই সবই পালন হয়। যতকিছু আমরা করি আরকি। আর আমরা খুব খারাপ শোনাবে এটা আরকি। যারা আপনার ইয়ারা প্রতিরোধ কমিটি আছে, দেখা গেল যে, কমিটির যে সভাপতি, সেই হয়তো ইয়াবার মুল।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। একটা প্রেসক্রিপশনে মানে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা যাতে যথাযথভাবে লেখা হয়, তার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? একটা যে প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিকের ইউজটা যেন এপ্রোপ্রিয়েটলি

ইউজ করে একজন কনজিউমার বা ভোক্তা, যিনি নিচ্ছেন বা একজন খামারি। কিভাবে মানে এন্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করলে মানে সেটা এজেটিস মানে যথাযথ ইউজটা হবে এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:আমি যদি ফুল ডোজটা দিয়ে দিই, লিখে দিই। আমি তাকে বলে দিই যে, যদি এটা না খান, যদি সবটুকু না খান তাহলে নিবেন না। সবটটা যদি খান তাহলে নিবেন। ভালো হয়ে গেলেও আপনি করবেন। এইটুকুই বলতে পারি। আর কি বলবো। আর তো কিছু বলার নেই। এটার খারাপ দিকটা সর্ম্পকে তাকে বলি, সুন্দরভাবে বলি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এই পদক্ষেপগুলো নিলে ভালোভাবে কার্যকরী হতে পারে সেটা। আপনি কি কোন কারনে ড্রাগ, আপনি কি মনে করেন যে, ড্রাগ কোম্পানি বা ঔষধ কোম্পানিগুলা রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে প্রভাবিত করতে পারে তারা?

উত্তরদাতা:হানড্রেড পারসেন্ট প্রভাবিত করতে পারে। তাদের সেলের জন্য তারা যা কিছু করা দরকার, যেখানে এন্টিবায়োটিক দরকার নাই, একটা এনিমেলের হয়তো পেটের সমস্যা হয়ছে, সেক্ষেত্রে সে বলতেছে যে, ঐটা ব্যাক্টেরিয়া ইনফেকশন। হয়তো তার না, সেটা ফুড পয়জনিং হয়ছে। সেক্ষেত্রে সে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিল। আমাদের ডাক্তাররাও করে। অনেক ফিল্ড কর্মী, মাঠ কর্মী আছে আমাদের। আর আমরা তো বিভিন্ন কিছু করতেছি। যেমন লাইফ স্টক ডিপার্টমেন্ট, আমি খন চাকরি করতাম, তখন এগুলি ছিলনা। এখন সেবাকর্মী আছে একটা। হি বিকেম এ বিগ ভেটেরিনারি । তারা সকল ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক একটা দিবেই তারা। এবং এটা বলবো কি আপনাকে

প্রশ্নর্কতা:এটাট ভিএফএ যারা, ওদের কথা বলতেছেন?

উত্তরদাতা:ভিএফএ না। ভিএফএ তো মোটামুটি এদের একটা দুই বছরের ট্রেনিং আছে, ডিপ্লোমা আছে। এরা হয়তো এসএসসি পাস বা পাসও না আরকি। সেগুলি তারা সেবাকর্মীটা কি, তারা ইনসিমেনেশন করে। গরুর বীজ দেয়। সেই লোকগুলি এখন দেখি বিকাম এ ডক্টর। এবং তারা ঐখান থেকে তারা যে করে এটাকে প্রটেক্ট করার মতো ক্ষমতা এই ডিপার্টমেন্টের নাই। মানে বাঁধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা নাই।

প্রশ্নর্কতা:এআই টেকিনিশিয়ার যারা। এআই টেকনিশিয়ান তাদের কথা

উত্তরদাতা:এরা টেকনিশিয়ানও না। এরা সেবাকর্মী। এদের গভমেন্ট কোন বেতন দেয়না। এরা শুধু ইনপুট টা দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:ভলান্টিয়ারি সার্ভিস।

উত্তরদাতা:বীজ দেওয়ার জন্য আরকি। এরা এন্টিবায়োটিক, এরাই মুল। এইযে ঔষধ কোম্পানিগুলা যতবার আমাদের কাছে আসে, ওদের কাছে তত বেশী যায় আরকি। ঐখানে বেশী ঔষধ পাওয়া যায় গ্রামে গঞ্জে। কারন অসুখ হলেই বলবে একটা, প্রায় টেলিফোন করে অনেক লোকে, এটা তো হয়ছিল ডাক্তার সাহেব। ঐ দোকানে গেছিলাম। দুইটা দিছে। খাওয়ায় দিছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য সাধারনত কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে? সরকারি হাসপাতালে নাকি হচ্ছে আপনাদের এই সব দোকানে?

উত্তরদাতা:সরকারি হাসপাতালেও আমাদের মতো ডাক্তারদের কাছে প্রথমে খুব কমই আসে। প্রথম তারা দোকানেই যায়।

প্রশ্নর্কতা দোকানে যায়।

উত্তরদাতা:আশেপাশে যত দোকান আছে

প্রশ্নর্কতা:কেন সে মানে সরাসরি দোকানে যায়?

উত্তরদাতা:কাছে পায়। বাড়ির কাছে আছে। একটা এনিমেল তো, এটাকে একটা কিছু দিলেই হলো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার এখানে যে সমস্ত ইয়ে বিশেষ করে মেডিসিন যেগুলার এক্সপায়ার ডেট চলে যায়, এগুলা আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:এইযে এক্সপায়ার ডেট চলে গেছে। এগুলা আমার সামনে রাখছি। এগুলা ফেলে দিবো।

প্রশ্নর্কতা ফেলে দিবেন।

উত্তরদাতা:এগুলি তারা নিয়ে যাবে। এখন ডাম্পিং করে যে কথা, এটারও তো একটা বিরাট, আমিও ছিলাম যখন এগুলি ইয়া আছে যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে সমন্বয় করে তারপর এগুলি ডেস্ট্রয় করতে হয়। কিন্তু এগুলি আমরা করি কি, কোম্পানির লোক নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে সব ঔষধ কোম্পানি

উত্তরদাতা:কিন্তু এটা কিন্তু ইয়ে না। যে কোম্পানির লোক মাসে মাসে আসবে। এসে বলবে দোকানে আছে। ওদেরকে ধরেন আমি বলবো যে, ভাই , আপনাদেরতো কিছু ঔষধ আছে। বলে নিয়ে যাবো স্যার, এক সময় এসে নিয়ে যাবো।

প্রশ্নর্কতা:তো এগুলো নিয়ে ওরা কোথায় ডাম্পিং করে? কি করে এটা?

উত্তরদাতা:এটা জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:এটা জানেন না। আপনাদের এলাকার মধ্যে কোথাও কোন ডাম্পিং প্লেস বা কোথাও ইয়ে করার, এরকম আছে কোথাও?

উত্তরদাতা:না। এরকম কোথাও নেই। পশু হাসপাতালে বা কোথাও আছে কিনা, আছে কিনা আমার জানা নেই। পরিবেশ অধিদপ্তরের এখানে যারা আছে, তারা গাজীপুরে এরকম কোন ডাম্পিং মেডিসিন ডাম্পিং এর কোন ইয়ে আছে কিনা, এটা আমার জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা তো এন্টিবায়োটিকগুলা আপনারা সাধারনত কি ভাবে পান? দোকানে এন্টিবায়োটিক যেগুলা আসে, এগুলা কিভাবে আসে?

উত্তরদাতা:আমরা ঐযে কোম্পানি আমাদেরকে দিয়ে যায়। কোম্পানিগুলো। আমরা প্রয়োজন হলে তাদের আমরা রিকোজিশন দিই।

প্রশ্নর্কতা:যোগাযোগ করেন।

উত্তরদাতা:তারপর তারা দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোনটা ফিজিক্যালি আপনাকে গিয়ে হোল সেল মার্কেট থেকে কিনে আনতে হয় কোন মেডিসিন?

উত্তরদাতা:না। এরকম খুব কমখুব কম। ।

প্রশ্নর্কতা মেডিসিনগুলা যেগুলা আপনার ইয়ে করা আরকি। এগুলা মানে কিছু ঔষধ আছে, র ম্যাটেরিয়ালস আছে, ঐগুলি আমরা কিনি। যেমন সোডিবাইকাট কিনি। অ্যামনকাট কিনি। এগুলি অন্যান্য কাজে লাগে। এগুলি আমরা মিক্সিং করে তারপর দিই। সেগুলি আমরা বাইরের মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসি।

উত্তরদাতা:আচ্ছা। রেষ্ট অফ দেম যেগুলা আসে, সেগুলা

প্রশ্নর্কতা:সবই কোম্পানি দিয়ে যায়।

উত্তরদাতা:তো আপনি মানে কতদিন যাবত এই পেশায় আছেন?

প্রশ্নর্কতা:আমি তো এই পেশায় আছি সিক্সটি সেভেন থেকে। এখনো পর্যন্ত আছি। ----৩৩:৫০ ইনজেকশন দিই। বাইরে বাসার বাইরে খুব একটা যাইনা। আমি যদি না বুঝি এখানে বসে থেকে, তখন যাই আরকি।

উত্তরদাতা:আর বিশেষ, জ্বী। যেটা বলতেছিলেন বাসায় ফিজিক্যালি

প্রশ্নর্কতা:সবাই পছন্দ করে কি ঐযে সেবাকর্মী, যে এই লাইনে পড়ালেখা নাই। যে লিখতে পারেনা ঔষধের নামটা। ঐ মানুষের ইয়েটা আরকি, গরুর মালিক এসে বলে, কয়, সে তো দেখছে। আর এই ডাক্তার সাহেব তো দেখে নাই। কাজেই , ওতো দেখছে গরু। ওদের উপরই বেশী

উত্তরদাতা:আস্থা মানুষের এইযে এটা আরকি। এটা খুবই খারাপ এদেশের মানুষের। এত লেখাপড়া জানে বাট এত অশিক্ষিত এদেশের মানুষ সকল ব্যাপারে। আমি নিজেও। অনেক ব্যাপারে খুবই অশিক্ষিত আসলে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কি বিশেষ কোন প্রশিক্ষন আছে স্পেশালি মানে এন্টিবায়োটিক বা এই ধরনের মেডিসিন বিষয়ক কোন স্পেশাল ট্রেনিং।

উত্তরদাতা স্পেশাল ট্রেনিং আমার এরকম এন্টিবায়োটিকের উপর বা কোন সার্ভে বা কোন রিসার্চ এগুলো আমরা করিনি। আমি এমনে কাজ করতাম মহাখালীতে। তখন এগুলা কিছু

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের ল্যাবরেটরি ছিল এটা?

উত্তরদাতা: ডিজি ইনভেষ্টিগেশন।

প্রশ্নর্কতা:ইয়ে

উত্তরদাতা: ডিজি ইনভেষ্টিগেশন

প্রশ্নর্কতা:এখানে উন্নতমানের কাজ ছিল। বৃটিশ এক্সপার্ট ছিল একজন। তার সাথে আমরা ঐ আইসোলশন করতাম আমরা। ভাইরাসও আইসোলেশন করতাম।

প্রশ্নর্কতা:এনিমেলের? ৩৫:০০

উত্তরদাতা:রানীক্ষেতের একটা, মুরগির হয় এটা। ভাইরাস। আমি আইসোলেশন করতাম। এই ভাইরাস বোধ হয় এখনো গেলে পাওয়া যাবে আপনার।

প্রশ্নর্কতা:এখনো আছে।

উত্তরদাতা:তারপর আপনার ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজ এগুলি আমরা তখন কালচার করতাম,----৩৫:১৫করতাম, সেনিসিটিভিটি করতাম। এইটা যদি করা সম্ভব হতো আরকি যে সেনসিটিভিটি টেষ্টটা করে যদি এন্টিবায়োটিকটা ইয়ে করা হতো। আমরা তো ঐটা স্পেসিফিক অনেক সময় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি, কাজ হচ্ছেনা। তখন দেখি আরেকটা করলে এটা আপনার কাজ করবে। আগের জেনেরেশনের যখন করি, ফার্স্ট জেনেরেশন অনেক সময় কাজ হয়। সেনেসিটিভিটি টেষ্ট করার সময়টা নেই এখন আমাদের। এটা করাটা, করতে করতে তখন গরুর অবস্থা তো খারাপ হবে। ট্রিটমেন্ট তো দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:এনাটমি বা এই ধরনের কিছু করেন এখানে? যদি কোন

উত্তরদাতা:পোষ্টমর্টেম?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। পোষ্টমর্টেম।

উত্তরদাতা পোল্ট্রি পোষ্টমর্টেম। আগে পোল্ট্রিফার্ম ছিল খুব করে। এনিমেলের পোষ্টমর্টেম খুব একটা করার প্রয়োজন হয়না আসলে।

প্রশ্নর্কতা:পোল্ট্রিরটা হয় পোমর্টেম।

উত্তরদাতা: :পোল্ট্রিরটা হয়।

প্রশ্নর্কতা:ওরা কি এখানে নিয়ে আসে নাকি আপনি

উত্তরদাতা:নিয়ে আসে, বাসায় যাই। এখন আর খুব একটা করিনা। আগে খুব করতাম।

প্রশ্নর্কতা:মানে জবে থাকা অবস্থায়?

উত্তরদাতা:না। এই রিটায়ারমেন্টের পরেই আপনার কতগুলো যেমন গাম্বুরা একটা ডিজিজ আছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। গাম্বুরা।

উত্তরদাতা:গাম্বুরার উপর আমার একটা বিরাট রকম একট কাজ আছে। আমি একশো ফার্মে গাম্বুরা করছি। এবং আমি গাম্বুরা লেখা আছে আপনার সেকেন্ড। দিত্বীয় সপ্তাহ থেকে ষোল সপ্তাহ পর্যন্ত গাম্বুরার ইয়েটা থাকে। কিন্তু আমি করতে গিয়ে দেখলাম পঁচিশ দিনের মধ্যে, পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে এই নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ইনফেকশনটা এই বয়সের মধ্যে বেশী হয়। হয়তো পরে যেটা হয়, সেটাতে তার মর্টালিটি অনেক কমে আসে আরকি। আমাদের এইযে কাজগুলি এতো ইনডিসক্রিমেট বা এত ইয়েভাবে করা হয় আরকি। কোনরকম কোন চিন্তাভাবনা না করেই আরকি। যেমন লাইফ ভ্যাক্সিন আমরা গাম্বুরার জন্য মুরগিকে যখন দিই, যে সময়টা নাকি তাদের এটা বয়সটা একটা বিরাট পিরিয়ড। এই বয়স এই ডিজিজের কিন্তু বয়স থাকে। তাইনা।

প্রশ্নর্কতা:একটা সাইকেল বা ইয়ে বলে।

উত্তরদাতা যেমন অনেক ডিজিজ আরকি যে আমরা বয়স দেখেই বলতে পারি যে, এটা হয়ছে। যেমন প্রোটোজোয়ার কিছু ডিজিজ, এনাপ্লাজমোসিস, --------৩৭:১০ দেখা যায় যে, এনাপ্লাজমোসিস সাধারনত আপনার ছোট গরুর হয়না। বড় গরুর হয়। এখানে বয়সটার তারতম্য আরকি। গাম্বুরাটা ঐ বয়সে হয়। বড় হলে হয়না। তো বয়স দিয়ে অনেক সময় আমরা ডায়াগনসিস সুন্দরভাবে করতে পারি। তো ঐযে বয়সটাতে আপনার দুই সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহ এই সময়টাতে আমরা লাইফ ভ্যাক্সিন আমরা দিতেছি। ভাইরাস, লাইফ ভাইরাস ঢুকাচ্ছি আপনার ভিতর। এটা যে কত মারাত্মক এখানে। এটা দেওয়ার কথা আপনার, এটা দেওয়ার কথা আপনার যেখানে ডিমটা বিক্রি করেনা তারা? পেরেন্টস স্টকে দিই। পেরেন্টস স্টকে দিবে। ঐখান থেকেই----৩৭:৪৫ নিয়ে আসবে।

প্রশ্নর্কতা:এখানে চলে আসবে।

উত্তরদাতা:কর্মাশিয়ালি এটা দেওয়া টোটালি বন্ধ। তো ঐযে আপনার এইযে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিরা এইযে ব্যাপক চাহিদা, আগ্রাসী যেসব নিয়ে আসা মানুষেরে সাক করে এটা করতেছে। আমরা উপরে যারা আছি, আমরা এটাকে সাপোর্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমাদেরও কিছু স্বার্থ আছে। কতভাবে ধ্বংস হচ্ছি, কোন সভ্য কোন দেশ এটা না। এখানে কোন মানুষ বাস করার উপযোগী এটা না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমার মোটামুটি শেষের দিকে একদম। তো আমি একটা অনুরোধ করবো। আমার একটা কাজ আছে। সেটা হচ্ছে যে, আপনার এখানে যে সমস্ত এন্টিবায়োটিক আছে, বিশেষ করে প্রতিটা গ্রুপেরই একটা করে এন্টিবায়োটিক যদি কাইন্ডলি, আমি একটু নামগুলো লিখে নিবো।

উত্তরদাতা:ঠিক আছে। আপনি দেখে দেখে লিখতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে ডায়াডিন। ডায়াডিন সালফার

উত্তরদাতা:এটা এন্টিবায়োটিক গ্রুপে পড়েনা। এটা সালফার ড্রাগ আরকি।

প্রশ্নর্কতা:সালফার ডায়াডিন।

উত্তরদাতা:এটাও এন্টি ব্যাক্টিরিয়াল।

প্রশ্নর্কতা: এন্টি ব্যাক্টিরিয়াল। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আমি এগুলো রাখতে পারি এখন?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। যেটা হয়ে যাচ্ছে, রেখে দিন। টেন্টারেন

উত্তরদাতা:এটা জেন্টামাইসিন ব্রড স্পেক্টাম এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:জেন্টামাইসিন সালফেট। জ্বী। এগুলো হয়ে গেছে। আর পোল্ট্রির জন্য কিছু কি আছে?

উত্তরদাতা:পোল্ট্রির রাখিনা।

প্রশ্নর্কতা:স্ট্রেপ্টোপেন। শুধু ভেট। না? ইনজেকশন। আচ্ছা। এটা ফোর্টিফাইড। স্ট্রেপ্টোমাইসিন। বাসা কি দূরে এখান থেকে।

উত্তরদাতা:এই তো এখান থেকে বিশ টাকা রিক্সা ভাড়া। ৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:দুর আছে তো তাহলে। মার্বোস্টার

উত্তরদাতা:মার্বোফ্লক্সাসিল।

প্রশ্নর্কতা:টেন্ট্রাসেন। ঐটা লিখি নাই।

উত্তরদাতা:ঐটা একই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মার্বোফ্লক্সাসিল। টাইলোসেফ। আচ্ছা। এখানে যেগুলো লিখছেন, ম্যাক্সিমাম কি মানে ইয়ে করা হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রায় লাগে এগুলো।

প্রশ্নর্কতা:প্রায় সবগুলাই প্রেসক্রাইব করেন। না?

উত্তরদাতা:লাগে বলেই তো রাখি। এমনে তো রাখার ইয়ে নাই। যেগুলো প্রয়োজন, এগুলাই রাখি।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোক্সিনভেট।

উত্তরদাতা:এগুলো আপনি পান নাই কোথাও আর?

প্রশ্নর্কতা:আছে। আছে। পাইছি। সবচেয়ে ঐযে টঙ্গী সিটি হসপি, একটা আছে। ঐখানে গেছি। ঐখানে পাইছি। তারপরে সেনাকল্যানে আছে একটা পোল্ট্রিসেবা। ঐখানে পাইছি। ঐখানে জাহাঙ্গীর সাহেব আছেন একজন। প্রোনাপেন ফোরটি লাখ। এটাতো গভমেন্ট, সরকারি ইয়েতে পেলাম এটা। প্রোনোপেনটা।

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:এটা সরকারি ইয়েতে আছে। লাইফস্টকে আছে।

উত্তরদাতা:আচ্ছা। প্রোনাপেন। আরো আছে এগুলির অল্টারনেট পাইপেন টাইপেন কি আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। পেনিসিলিন, এটা মেইনলি পেনিসিলিন। আচ্ছা, আরেকটু কষ্ট দিই। এখানে কাইন্ডলি যদি একটু টিক দিয়ে দেন যে মানে কোনটা কোন জেনেরেশন। যেমন এটা কোনটা কোন জেনেরেশন, এটা কোন জেনেরেশন।

উত্তরদাতা:পেনিসিলিনটা বোধ হয় এগুলো

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড

উত্তরদাতা:টিক দিবো। না?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশন, এম্পিসিলিন, এটা আমার জানা নেই। এটা কি, পেন্ডাক্লিন, এটা পেনিসিলিন জাতীয়। এটা ফার্স্ট জেনেরেশন। এটা পেন্ডাক্লিনভেট, এটা কি লিখছেন?

প্রশ্নর্কতা:সালফা

উত্তরদাতা:ডায়াডিন, সালফার ড্রাগ আরকি এটা। এটা কোন ইয়া এখন অত তো আমার জানা নেই। জেন্টামাইসিনও বোধ হয় এটা

প্রশ্নর্কতা: ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড জেনেরেশন। আবার একটা ফোর্থ জেনেরেশন অনেকেই বলে।

উত্তরদাতা:এটা বোধ হয় সেকেন্ড। সেপ্টোমাইসিন এগুলো সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা সেকেন্ড জেনেরেশন।

উত্তরদাতা:আমার অতটা ইয়ে নাই। এটা বোধ হয়, এইযে মার্বোস্টার এটা থার্ড বা ফোর্থ হবে আরকি। এটা থার্ড দিয়ে দিই। টাইলো কেম্প এটা বোধ হয় এরকম সেকেন্ড, থার্ড। সিপ্রোসিন এটা সেকেন্ড জেনেরেশনের। তারপর এটা প্রোনাপেন, এটা ফার্স্ট জেনেরেশন এর।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আরেকটু কষ্ট দিই। কোন মেডিসিনটা কোন রোগের জন্য দেওয়া হয়। কাইন্ডলি যদি ডিজিজের নামটা লিখে দেন। ডিজিজ অর ট্রিটমেন্ট। কোন ট্রিটমেন্টের জন্য দেওয়া হয়।

উত্তরদাতা:এটা?

প্রশ্নর্কতা:এই ঘরটাতে। এই পাশে যেটা আছে।

উত্তরদাতা:এটা তো ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজ, গ্রাম পজেটিভ এটা লিখে দিবো নাকি ডিজিজের নাম

প্রশ্নর্কতা:ডিজিজের নাম যেমন, এফএনডি, এভাবে পিপিআর

উত্তরদাতা:না। এগুলা পিপিআরের জন্য। পিপিআর তো ভাইরাল ডিজিজ। অ্যানথ্রাক্স এ হয়। তারপরে আপনার ইয়া আছে বি কিউ বলে, ব্ল্যাক কোয়ার্টার।

প্রশ্নর্কতা:এটা বাংলায় কি বলে? ব্ল্যাক কোয়ার্টারটাকে?

উত্তরদাতা:এই ইয়ে বলে, বাংলায় বলে এটারে মাংস পঁচা রোগও বলে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মাংস পঁচা

উত্তরদাতা:তারপরে বাদলা বলে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বাদলা।

উত্তরদাতা:এই সমস্ত কেসে ইউজ হয় এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:তারপর সেকেন্ডটা

উত্তরদাতা:এম্পিসিলিন। এগুলা ধরেন স্পেসিফিক কোন না, এটাও অ্যানথ্রাক্সে ব্যবহার করতে পারে। তারপর আপনার বি কিউতে ব্যবহার করতে পারে। তারপর হচ্ছে আপনার ইয়ে বলে এটাকে গলা ফুলা

প্রশ্নর্কতা:আমার কাছে একটা লিষ্ট করা আছে অবশ্য। বাংলায় লিখে দিলে কোন অসুবিধা নাই। আমি ঐটা দেখে লিখে নিবো। গলা ফুলা।

উত্তরদাতা:গলা ফুলা। তারপর এসবে ইউজ করতে পারেন। মেস্টাইডিস

প্রশ্নর্কতা:মেস্টাইডিস।

উত্তরদাতা:পেনিসিলিন ঐযে সেম

প্রশ্নর্কতা:এটা সেম।

উত্তরদাতা:এগুলা সবই এই ধরনের। ডায়েট এটা ধরেন মেইনলি আরকি ঐ ফুট পায়ে পঁচা

প্রশ্নর্কতা:এফএমডি

উত্তরদাতা:এফএমডি ঠিক না। ফুট রট একটা অসুখ অছে। পা পঁচা রোগ আরকি। খুড়া পঁচা রোগ আরকি। তারপর আপনার যেকোন ক্রনিক উন্ড যদি এরকম থাকে?

প্রশ্নর্কতা:ক্রনিক?

উত্তরদাতা:উন্ড মানে ঘাড়

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঘাড়।

উত্তরদাতা:এই ধরনের রোগে এগুলা বেশী ব্যবহার করা হয়। তারপর আপনার যেমন, এই এনিমেলের ব্যাপারে বলা হয় যে, এটাকে কি বলে। কাফস কাওয়ার ঐযে বাছুরের ইয়ে হয় আরকি। পাতলা পায়খানা।

প্রশ্নর্কতা:পাতলা পায়খানা।

উত্তরদাতা:জেন্টামাইসিন, এটা এই ধরনের সবরোগেই এটা অলসো ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজে এটা। আমরা সাধারনত এগুলি ধরেন মেস্টাইটিস, এই ডিজিজগুলোতেই কাজ করে। গলা ফুলা

প্রশ্নর্কতা:গলা ফুলা। আমি লিখে নিবো পরে।

উত্তরদাতা:তারপর অ্যানথ্রাক্স

প্রশ্নর্কতা:অ্যানথ্রাক্স। একই ধরনের

উত্তরদাতা:একই ধরনের। এমন অনেক রোগের নাম আরো। যেমন একটা রোগ আছে এখানে

প্রশ্নর্কতা:এটা কি রোগ?

উত্তরদাতা:এটা ব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজ। গরুর, এনিমেলের। এই সমস্ত-----৪৬:৪৪

প্রশ্নর্কতা:আপনার এখানে শুধু ভেট, এনিমেল। পোল্ট্রি নেই, বার্ড নেই।

উত্তরদাতা পোল্ট্রি খুব কম করি। স্ট্রেপ্টোপেন এগুলা ধরেন মেস্টাইটিস এর বেলায় আমরা ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:মেস্টাইটিস। জ্বী।

উত্তরদাতা:মেস্টাইটিসটাই খুব বেশী হয় গরুর আরকি। অ্যানথ্রাক্স, বি কিউ

প্রশ্নর্কতা:বি কিউ দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এটা?

উত্তরদাতা:ব্ল্যাক কোয়ার্টার। লিখছি।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। ব্ল্যাক কোয়ার্টার।

উত্তরদাতা:গলা ফুলা।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। গলা ফুলা। আর দুই তিনটা আছে।

উত্তরদাতা:এইযে মার্বোস্টার। এটা মেইনলি মেস্টাইটিস এর জন্য, মেস্টাইটিস তারপর ধরেন ইয়া হয়। ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া। লেখা আছে ঐ ইয়ের মধ্যে। টাইলোপেন, এটা সাধারনত ব্যবহার করি আপনার কাফস কাওয়ার

প্রশ্নর্কতা:পাতলা পায়খানা, বাছুরের।

উত্তরদাতা:নেভালিল। নাভি ফুলে যায়। তারপর জয়েন্টিল। পা ফুলে যায়। এরকম ঔষধ আছে কতগুলো। জয়েন্টিল। এটা আর্থ্রাইটিস

প্রশ্নর্কতা:পায়ে ব্যথা। না?

উত্তরদাতা:আর্থ্রাইটিস অনেক কারনেই হয়। সিপ্রোসিন

প্রশ্নর্কতা:ভেট।

উত্তরদাতা:এগুলি ধরেন ঐ মেস্টাইটিস

প্রশ্নর্কতা:মেস্টাইটিসটা দেখি অনেক রোগের জন্য।

উত্তরদাতা:এই কাফস কাওয়ারে আমরা ব্যবহার করি। কাফস কাওয়ার তারপর বি কিউ তে ব্যবহার করতে পারি। গলা ফুলাতে ব্যবহার করতে পারি। আর এইযে প্রোনাপেন, এটাতো আগে লিখছি যেমন, অ্যানথ্রাক্স, তরকা রোগ। তারপর আপনার আর কি প্রোনাপেন মেস্টাইটিসে অনেক সময় আমরা ইউজ করি। মেস্টাইটিস, তারপর বি কিউ, গলা ফুলা, ঐ একই রকম।

প্রশ্নর্কতা:একই রকম। তো এই আরকি আলোচনা মোটামুটি, আমি এটা শেষ করি। তাহলে অষংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক সময় দিলেন আসলে। আপনার অনেক কর্মব্যস্থতা আছে। এবং আমাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। এবং আপনার ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। ভালো থাকবেন। ইনশাল্লাহ। কোন সময় যদি আবার আসি, দেখা হবে। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম। আমারো কথা থাকলো যে, ভবিষ্যতে যদি সময় সুযোগ হয়, মানে এই মোবাইলের মধ্যে যদি যোগাযোগ রক্ষা করেন, আমি আপনার কাজ সম্বন্ধে ফাইনালি আপনি কতদূর অগ্রসর হলেন বা এই কাজের উপরে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট বা জনগনকে কতটুকু উপকৃত করতে পারলেন, যদি জানান, তাহলে আমি কৃর্তাথ হবো। আমার সঙ্গে মোটামুটি যদি একটা যোগাযোগ যদি রক্ষা করেন

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। আ,রা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

উত্তরদাতা:আমার কার্ডটা দিলাম। আপনার যদি কোন ইয়ে থাকে আমাকে দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ। ভালো থাকেন।

প্রশ্নর্কতা:খোদা হাফেজ।

----------oooooooooooo----------